যুগান্তর

তারিখ NOV. 12 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

বন্দিদশা থেকে পালাতে গিয়ে বগুড়ায় মাদ্রাসা ছাত্রের করুণ মৃত্যু

যুগান্তর
বগুড়ায় হাকিমপুর মোড়ে ড্রেনে পড়ে থাকা ওয়ালিদের

বগুড়া ব্যুরো

আর বন্দিদশা ভোগ করতে হবে না শিশু ওয়ালিদ শেখের। চিরদিনের জন্য সে পালিয়ে গেছে। শনিবার সকালে বগুড়া শহরে হাকির মোড় এলাকার মাদ্রাসার পেছনের ড্রেনে তার লাশ পাওয়া গেছে। কঠোর নজরদারি এড়িয়ে সে কখন ও কিভাবে চারতলা ভবনের ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল তা আশপাশের কেউ বলতে পারেনি। এলাকাবাসী লাশ দেখার পর হৈচৈ শুরু করলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা পালিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও

মৃত্যু : মাদ্রাসা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে মারমুখী জনতা তালা ভেঙে মাদ্রাসায় প্রবেশ করে। পুলিশ এসে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে।

বগুড়া শহরের বাদুড়তলা এলাকার তিন সন্তানের জনক আল-আমিন তার একমাত্র ছেলে ওয়ালিদকে কোরআনে হাফেজ বানানোর আশায় হাকির মোড়ে স্থাপিত জামেয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করেন কয়েক মাস আগে। মাদ্রাসার নিম্নমানের খাবার পরিবেশন ও বন্দিদশা ওয়ালিদের পছন্দ হয়নি। যে কারণে সে মাদ্রাসা থেকে কয়েকবার পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। প্রতিবারই তাকে ধরে এনে প্রায় বন্দি করে রাখা হতো। শিশুটির বাবা আল-আমিন থানায় দায়ের করা অপমৃত্যুর মামলায় উল্লেখ করেছেন, ওয়ালিদ দু'তিনবার মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যায়। গত বৃহস্পতিবার সে মাদ্রাসার আবাসিক রুমের পেছনে বাথরুমের পাইপ বেয়ে পালায়। পরে তাকে ধরে এনে মাদ্রাসায় রেখে আসা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় সে পাইপ বেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিল্ডিং সংলগ্ন ড্রেনে পড়ে হাত-পা ভেঙে মারা যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শনিবার সকালে ড্রেনের মধ্যে তার লাশ পাওয়া গেছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মাদ্রাসা ঘিরে রেখেছে। পালানোর চেষ্টা করায় এক শিক্ষক, দুই বাবুর্চি ও দারোয়ানকে আটক করে মাদ্রাসার প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসার প্রায় ২০০ ছাত্র গ্রিলের ভেতর থেকে বাইরে তাকিয়ে আছে। অনেকে কান্নাকাটি করছে। সকাল ৯টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা আবার তালা ভেঙে মাদ্রাসায় প্রবেশ করে। এ সময় পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে অভিভাবকরা মাদ্রাসায় এসে ভিড় করেন।

প্রথমে মাদ্রাসার শিশুরা মুখ খোলার সাহস পায়নি। পরে অভয় দিলে সহপাঠী আজিজুল হাকিম, রেজভিসহ অন্যরা জানায়, শিক্ষকরা তাদের মারধর করে। বেতন বৃদ্ধি করা হলেও মেন্যু অনুসারে খাবার দেয়া হয় না, সব সময় তালা দিয়ে রাখে।

প্রতিবেশী আবদুর রশিদ জানান, এ মাদ্রাসায় বাচ্চাদের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। মারধর থামাতে অনেক সময় তাদের মাদ্রাসার কক্ষ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে হয়। এলাকার লোকজন অভিযোগ করেন, এর আগে জোবায়ের নামে এক ছাত্রকে বেদম মারধর করায় পুলিশ দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছিল। এছাড়া বিবাহিত এক শিক্ষক প্রতিবেশী স্কুলছাত্রীকে ফুসলিয়ে অপহরণ করে।

পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির পর ওয়ালিদের লাশ থানায় নিয়ে যায়। পরে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের জন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ সোলায়মানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া